R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বাসোপোযোগী জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা এলাকায় পণ্ডিতের বাগানের বেশ কিছুটা জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন—

সনৎ ব্যানার্জী
অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
(সি পি এম অফিসের সামনে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা ফাল্গুন বুধবার, ১৪০১ সাল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

চাল ধরাধরির বাড়াবাড়িতে মিঞাপুর বাজারে চাল আমদানি অনেক কম

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানা সীমান্তে চালের চোরা চালান বন্ধের প্রয়োজনে নবাগত থানা অফিসারের নেতৃত্বে ব্যাপক হারে চাল ধরাধরি চলছে। ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রায় বন্ধের মুখে। যদিও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা পরে মামলা থেকে খালাস পাচ্ছেন, কিন্তু সীজ করা চাল ফেরৎ পেতে দেরী হওয়ায় তাঁদের ব্যবসায়ীক মূলধন আটকিয়ে পড়ায় ব্যবসা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ছে। মিঞাপুরের চাল আড়তের ব্যবসায়ীরা জানান এই ধর-পাকড় চলতে থাকায় এবং পুলিশী হাঙ্গামার আশংকায় বীরভূমের চালের ব্যাপারীরা আড়তে চাল আনা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছেন। তার উপর ছোট ব্যবসায়ীরা ভয়ে ভয়ে চাল কেনায় বিক্রিও কমে গিয়েছে। ফলে মিঞাপুরও (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অসফল প্রেমিক আত্মঘাতী, বন্ধু ও আত্মীয়রা বদলা নিলেন মা ও মেয়ের চুল কেটে নিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রেমের পরিণতিতে আত্মহত্যা করেন গোপালনগরের ২১ বছরের তাপসকুমার ঘোষ, গত ১১ ফেব্রুয়ারী রাতে। সেই আত্মহত্যার বদলা নিতে চরম প্রতি-হিংসার শিকার প্রেমিকার মা সন্ধ্যা পাত্র এবং প্রেমিকা কুহেলী (১৪)। ১৩ ফেব্রুয়ারী দিনেরবেলায় প্রকাশ্যে আত্মঘাতী তরুণের আত্মীয়রা এবং পাড়ার কিছু যুবক জোট বেঁধে চুল কেটে নেয় এবং শারীরিক নিগ্রহ করে সন্ধ্যা এবং কুহেলীকে। নিগৃহীতা মা এবং মেয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেয় রঘুনাথগঞ্জ থানায় কয়েকজনের নামে লিখিত অভিযোগ করলে সে রাতেই ও সি প্রবীর রায়ের তৎপরতায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকী কয়েকজন গা ঢাকা দেয়। রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরা পল্লীর বাসিন্দা পূর্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী চিত্তরঞ্জন পাত্রের স্ত্রী সন্ধ্যা পাত্রের সঙ্গে ১৪ ফেব্রুয়ারী কথা বলে জানা গেল, (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা বাঁধের উপর ডবল রেল লাইনের কাজ শেষ হলো

ফরাক্কা ঃ গত '৮৮ ডিসেম্বর থেকে মালদা সাহেবগঞ্জ ডবল রেল লাইনের কাজ শুরু হয়। এই কাজের মধ্যে ফরাক্কা বাঁধের উপর আড়াই কিমি কাজটি ছিল সময় ও ঝুঁকিসাপেক্ষ। এই কাজের ভার পান বিলরাইট কনষ্ট্রাকশন কোং। শ্রমিক অসন্তোষ ও রেল বিভাগের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে গোলমাল দেখা দেওয়ায় কাজটি প্রায় তিন বছর পিছিয়ে যায়। গত জানুয়ারীতে এই কাজ শেষ হল। শুধু বাঁধের উপরের কাজেই খরচ হয়েছে ৫ কোটি টাকা বলে শোনা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই কাজেরই অংশ ফিডার ক্যানেলের উপর নির্মীয়মান ব্রীজের অংশ বিশেষ গত '৯৩ এর জুনে ভেঙ্গে পড়ায় একজন শ্রমিক মারা যান ও ১৮ জন আহত হন। সেই অংশের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লাইন বসানোর কাজ '৯৫ সালের মধ্যেই ৯০% শেষ হবে এবং এপ্রিলের মধ্যে প্রাথমিক কাজ সবই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে কোম্পানী সূত্রে খবর।

মহকুমায় রেশনে কেরোসিন রীতিমত কম দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমায় বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে রেশনে কেরোসিন কম দেওয়া হচ্ছে। যার জন্য ডিলারদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মহকুমা খাদ্য-সরবরাহ দপ্তরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা বলেন এই মহকুমায় কয়েক বছরে লোক সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার বেড়েছে, কিন্তু সরকার থেকে রেশনে কেরোসিন সরবরাহ অর্থাৎ এ্যালটমেণ্ট বহু বছর পূর্বেও যেমন ছিল তেমনই আছে। ফলে ঘাটতি বেড়েই চলেছে। তবুও মাথা পিছু কার্ডে ২০০ মিলি দেওয়া যাচ্ছিল সপ্তাহে, মাসের পাওনা কোটাকে ভাগ করে। তবে যে মাসে পাঁচটা সপ্তাহ সে মাসে কিছু অসুবিধা দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই। তবু কোন রকমে এতদিন চলছিল। কিন্তু বর্তমানে আরও কিছু গোলমাল প্রকট হয়ে উঠেছে। ধুলিয়ানের পাইকারী (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাক্তারের পথ অবরোধ করে বোমাবাজি

ধুলিয়ান ঃ গত ১২ ফেব্রুয়ারী রাত প্রায় ১ টার সময় নিজের চেম্বার থেকে রতনপুরে বাড়ী ফেরার পথে মার্কেটিং অফিসের সামনে কয়েকজন দুষ্কৃতি রিক্সা থামিয়ে বোমচার্জ করে এবং ডাঃ পিনাকীরঞ্জন সাহার ব্রিফকেস নিয়ে পালিয়ে যায়। আহত ডাঃ সাহাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদ প্রকাশ পর্যন্ত এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এর প্রতিবাদে পরদিন ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ ও ধুলিয়ান বন্ধ পালিত হয়। পরে এস ডি পিও এবং এস ডিওর হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ প্রত্যাহৃত হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ফাল্গুন বুধবার, ১৪০১ সাল

দৃষ্টিপাত

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর অপরিসীম বীরত্ব ও সমরকুশলতায় কৌরবশিবিরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। সেইজন্য অভিমন্যুর পতন ঘটাইতে সপ্তরথীর দ্বারা যুগপৎ আক্রমণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অভিমন্যু সেই অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ঘটনাটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিষাদময় পরিণতির একটি আনুষঙ্গিক দিক মাত্র। অভিমন্যুকে হত্যা করিয়া কৌরবেরা আপনাদিগকে নিরাপদ করিতে চাহিয়াছিলেন।

ভারতে বর্তমানে এইরূপ এক অভিমন্যুবধের পালা অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। অবশ্য অভিমন্যুর মত মহাবীরত্বের আশঙ্কায় ইহা নয় এবং তেমন অভিমন্যুসদৃশ বীরও লক্ষের মধ্যে পড়িতেছে না। কিছু কিছু কংগ্রেস (ই) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আজ সপ্তরথীর ভূমিকা লইয়া প্রধানমন্ত্রীরূপ অভিমন্যুর পতন ঘটাইতে চাহিতেছেন বলিয়া অনেকের ধারণা। ক্ষমতা-লিপ্সা ও পদের লোভ এই প্রচেষ্টার কারণ বলিয়া অনুমান।

বেশ কিছুদিন ধরিয়া কংগ্রেস (ই) দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছে তাহার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রধান মন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও-এর শিবির এবং বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস (ই) নরসিমা বিরোধী শিবির গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী-পক্ষ বিক্ষুব্ধ পক্ষকে ধরাশায়ী করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার কার্যক্রম গ্রহণ করিতেছে। অর্জ্জুন সিং-এর বহিষ্কার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ও দপ্তর অদল-বদল প্রসঙ্গত লক্ষণীয়। বিক্ষুব্ধ পক্ষ সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। হয়ত নরসিমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বের অবসান লক্ষ্য। তিনি সব কংগ্রেস (ই) নেতার সুনজরে নাই।

এখন অপেক্ষা মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের নির্বাচনের। এই দুই রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) যদি ভাল ফল করিতে পারে, তবে হয়ত নরসিমা রাও-এর ভিত্তিভূমি একটু শক্তপোক্ত হইতে পারে। কিন্তু অনেকের আশঙ্কা, নির্বাচনে দলের বিপর্যয় ঘটিলে পরিস্থিতি প্রতিকূল হইবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দপ্তর অদলবদলে কোন কোন নেতা নাকি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও এখন প্রকারান্তরে অভিমন্যুর অবস্থায়। আর বিক্ষুব্ধ দলীয় নেতারা সপ্তরথী। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের নির্বাচনজনিত ফলাফল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চক্রব্যূহবৎ। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে। কিন্তু ততঃ কিম্? দেশে আজ বহুবিধ সমস্যা। দেশের মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিতেছে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজ যখন তখন চলিতেছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। জাতীয় সংহতি বিপন্ন হইতেছে। বিদেশী মদতে পুষ্ট উগ্রপন্থীরা সক্রিয়। তাই চলিতেছে এখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ও হত্যালীলা। অপর দিকে নানা আর্থিক দুর্নীতি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়া-কলাপকে দৃঢ়হস্তে দমন করা প্রয়োজন। কিন্তু তেমন প্রখর ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্ব কোথায়? বরং কে, কাহাকে, কীভাবে পর্যুদস্ত করিয়া ক্ষমতা অধিকার করিবেন—ইহাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, বোধ হয়। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে মূলধন করিবার চেষ্টাও লক্ষণীয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হইয়া কেন্দ্রের শাসক দল ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িবে। কংগ্রেস (ই) দলে এখন ক্ষমতালাভের হরির লুট কুড়াইবার ব্যস্ততা। এই রাহুমুক্তি ঘটিবে কী প্রকারে? নাকি দেশ এই রকমভাবে ডামাডোল অবস্থায় চলিবে?

মুর্শিদাবাদের ডাক সুপার শুনুন আপনাকেই বলছি—

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ডাক সুপার হিসাবে আপনার দৃষ্টি নিশ্চয়ই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত "স্বল্প সঞ্চয়ের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা বিরাটিতে" সংবাদটির উপর পড়েছে। ওখানে দুই স্বল্প সঞ্চয় এজেন্ট যে ভাবে প্রতারণা করেছেন তাতে নিশ্চয়ই একথা বোঝা যায় যে আমানতকারীরা ঐ দু'জনকে ডাক-কর্মীদের মতই ভেবে নিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের সব সময় ডাক ঘরে বসে থাকা ও ডাককর্মীদের সাথে যথেষ্ট মেলামেশা থেকে। আপনার কাছে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ডাক সুপারের কাছে এ ঘটনা বিবৃত করার কারণ আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আমরা সাধারণ আমানতকারীদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আপনাকে সজাগ হতে অনুরোধ করছি যাতে বিরাটির মত অবস্থা এখানে না হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে। আনন্দ বাজারের সংবাদের শেষ লাইনে দেখবেন লেখা রয়েছে 'ডাকঘরের এজেন্ট অর্গানাই-জেশন-এর পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যের বহু ডাকঘরেই এ জাতীয় ব্যবসা চলছে।' এ কোন ধরনের ব্যবসা। আপনি হয়তো জানেন, তবুও বলছি। রঘুনাথগঞ্জ ও তার শাখা ডাকঘরগুলি ঘুরে এই প্রতিবেদক দেখেছে প্রায় প্রতিটি ডাকঘরেই এজেন্টদের মধ্যে কতিপয়ের প্রভাব। যাঁদের কথায় উঠবোস করেন বেশ কিছু কর্মচারী, এমন কি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারাও। সাধারণ কর্মী বা ডাকপালরাও সে কারণে এজেন্টদের—সেই সব শক্তিশালী পক্ষকে ভয় করে চলতে বাধ্য হন। কেন না কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের কাছে খবর এসেছে এই সব নেতাদের সাহায্যে এজেন্টরা ঐ সব অনভিপ্রেত ডাককর্মী বা ডাকপালকে অন্যত্র বদলী করার মতও শক্তি ধরেন। একথা নির্মম সত্য কিনা তাতো আপনিই ভাল জানবেন। অপর দিকে আমানতকারীরা তাঁদের সঞ্চয়ের গোপনীয়তাও রাখতে পারছেন না। তথাকথিত বন্ধু কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে এজেন্টদের লেলিয়ে দেন বিত্ত-শালী ঐ সব আমানতকারীদের পিছনে। এ ছাড়াও প্রায়ই দেখা যায় এজেন্টরা ডাকঘর চত্বরেই শুধু নয় অফিসের ভিতর সেভিংস ব্যাঙ্ক কাউন্টারের পাশে এমন কি লেজার টেবিলের পাশেও দাঁড়িয়ে থাকেন। কর্মীদের সাথে খোশগল্প চলে। আপনি বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই জানেন এজেন্টরা এজেন্সি পেতে পারে না যদি কোন আত্মীয় ডাকঘরে কাজ করেন। বিল নেবার পূর্বে বিলে এই সম্বন্ধে বক্তব্যও রাখতে হয়। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে কর্মীরা তাঁদের অনাত্মীয় হয়েও আত্মার আত্মীয় হয়ে পড়েছেন। এতে সরকারের সাবধানী ব্যবস্থা কি বানচাল হচ্ছে না? আপনি একটু অবস্থা অনুধাবন করে যদি ঠিক মত পরিদর্শন করেন তবে দেখবেন এই প্রতি-বেদকের প্রতিবেদন সর্বৈব সত্য। এবং এর প্রতিবিধান না করতে পারলে বিরাটির মত প্রতারণা এখানেও হওয়ার আশংকা থেকে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘরে এর পূর্বে লেজার চুরির সঙ্গে জড়িত আর ডি র ১৩ হাজার টাকা তছরূপের আজও সুরাহা হয়নি। ওই ঘটনার কি হলো তা আপনার দপ্তরই জানেন। এর পর এম আই এসের ১০ হাজার টাকা তছরূপের ঘটনাও ঘটেছে। আপনাকে আমানতকারী-দের পক্ষ থেকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে বিরাটির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এজেন্ট ও কর্মী যোগ-সাজশ ব্যাপারে সতর্ক হোন। আমানতকারী-দের সম্পদরক্ষার কঠোর দায়ীত্ব পালনে তৎপর হোন। তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করুন।

লরী ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে খালাসী মৃত

সাগরদীঘি ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী এই থানার বেলেপুকুর বাসষ্ট্যাণ্ডের সামনে ৩৪নং জাতীয় সড়কে একটি মাল বোঝাই লরীর (নং ডাবলু বি ৪১০৫৮৫) সঙ্গে একটি ট্রেলারের (নং ও আর এ ২৮৩৫) মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনা-স্থলে ট্রেলারের খালাসী প্রবীর দাস মারা যান। দুই গাড়ীর চালকসহ তিনজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আবোল–তাবোল

জল

অনুপ ঘোষাল

জলের মত সহজ জিনিষ দুটি নেই। সহজে পাওয়া যায়, সহজে খাওয়া যায়। দুর্বল দাঁতে চিবোনোর ধস্তাধস্তি নেই, চোষার হাঙ্গামা নেই, ঢক ঢক করে গিলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে গেল। জল খাওয়াটা সহজ, যেন জল! হঠাৎ ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। দীঘি-পুকুর, নালা-নর্দমা জলে থৈ থৈ, কিন্তু পানীয় জল সহজে পাওয়াও যাচ্ছে না, খাওয়াও যাচ্ছে না। এ আবার কি গেরো!

আগে লোকে ভক্তিভরে চরণামৃত পান করত। গঙ্গার ঘোলা জলে ফুলচন্দনের গন্ধমাখা দুধবাতাসা গোলা—সুস্বাদু চরণামৃত। হঠাৎ রটনা, গঙ্গার জলে জীবাণু কিলবিল করছে। এখন ভক্তরা ভরসা করে চরণামৃত জিভে না ঠেকিয়ে মাথায় মুছে নিচ্ছেন গন্ধ তেলের মত। গাঁদার গন্ধে চুল ম-ম করছে। জীবাণুর ব্যাটেলিয়ন মাথায় তোলা থাকুক, শরীরে ঢুকিয়ে বাবা কাজ নেই।

সুকুমার রায় 'অবাক জলপান'-এ নাকের জল, চোখের জল, ডাবের জল নিয়ে তর্ক বাঁধিয়েছিলেন, সরকার রায় দিলেন, শ্রেষ্ঠ জল টিউবওয়েলের জল। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরুক, পাড়ায় পাড়ায় 'টিউকল' বসুক। বেশ চলছিল। হঠাৎ রেডিও-কাগজে হল্লা—মুর্শিদাবাদের জলেও আর্সেনিক, টিউবওয়েলের হ্যাণ্ডেলে চাপ দিলেই গল গল করে গরল বেরুচ্ছে। আর্সেনিক মানে আমরা বাংলায় যাকে বলি সেঁকো বিষ। অধিক সেবনে চট্‌জলদি চোখ উলটে চিৎপটাং, আর মৃদু সেবনে তিলে তিলে মরণ। চামড়া খসখসে, গুটি, ঘা—অতঃপর কষ্টটা সইয়ে নিয়ে মৃত্যু। আন্তর্জাতিক সমীক্ষকের দল বেলডাঙার ঘরে ঘরে এই চামড়ার ক্যানসার দেখে আঁতকে উঠেছেন। সরকার 'অর্ডার রিভাইজ' করে বলছেন, 'ঢের হয়েছে, আর কলের জল নয়। আবার গঙ্গায় ফিরে চল।' গঙ্গার জলে ফিটকিরি মেরে 'ট্রিট্' করে জীবাণুকে ঢট করে সরবরাহের পরিকল্পনা করতে হবে। ভারতবর্ষের পারকল্পনা মানে সাত বছর, রূপায়ণ মানে সতেরো বছর। অর্থাৎ তদ্দিনে পাবলিক মরে সাফ। দশপনেরো বছরে ভিড়ভাট্টা ফর্সা হয়ে গেলে 'বিশোধিত চরণামৃত'-র সাপ্লাইটা ছেঁটে দিলেই চলবে, ফাণ্ড বেঁচে যাবে। উদ্‌বৃত্ত বাজেট, বিধান সভায় পায়রা উড়বে।

যে সাহেবরা বঙ্গের জল দেখে আঁতকে উঠেছেন তাঁদের একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। দমদম এয়ারপোর্টে পা ছোঁয়ানোর পর কেউ আর জল ছুঁচ্ছেন না, ভয়ে কাঠ। শুকিয়ে গলাও কাঠ। মণ্ডামেঠায়ে জিভ খুশি হয়, পাকস্থলি ভরে। জল নইলে শরীর অচল। অতএব জল নিয়ে কেরামতি শুরু হল। সাহেব বলে কথা, বদনাম তো হতে দেয়া যায় না! রাশি রাশি জীবাণুনাশক ট্যাবলেট এল, ক্লোরিনের দ্রবণ এল। বঙ্গের জল সেঁকো বিষ, সাপের চে সাংঘাতিক। জলকে ফিল্টার করা হল। তারপর প্রেসারকুকারে ঘণ্টাটাক সিটি বাজিয়ে ফোটানো হল। ঠাণ্ডা হবার পর নিচের থিতোনো লোহালক্কর বাতিল হল। ক্লোরিন ঢালা হল ফোঁটা ফোঁটা। গ্লাস পিছু ট্যাবলেট যোগ করা হল একটি। বেশ! অতঃপর সাহেরা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের ব্যাগ খুলে বিয়ারের ক্যানের ঢাকনি ছিঁড়ে ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢেলে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

সাধারণের তো আর বিয়ার নেই। সরকার বাঙালিকে গঙ্গায় ফিরে যাবার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা শীঘ্র গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায় আকাশের দিকে জুল্‌জুল্ করে চেয়ে থাকলেন।

জুনিয়র হাইস্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয় হওয়ার একান্ত প্রয়োজন

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মনিগ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুলটির অবস্থা বেহাল বলে জানা যায়। গত ৬ ফেব্রুয়ারী তথাপি শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুর মহকুমা বিদ্যালয় সহ-পরিদর্শক সুবোধ ভদ্র এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিদ্যালয় সহ-পরিদর্শক সুবোধ চ্যাটার্জী। উৎসব সমাপ্তে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্কুলের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন—এই স্কুলে মোট সাতটি শ্রেণীতে ৩২৫ জন ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার জন্য শিক্ষক রয়েছেন সর্বসাকুল্যে মাত্র ৫ জন। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান খুব কষ্টকর। স্কুলটিতে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় একশ। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই তপশীল জাতি উপজাতিভুক্ত। তপশীলদের উন্নতির জন্য গোটা দেশে যখন ঢাকঢোল বাজানো হচ্ছে, ঠিক তখন এই স্কুলটির দিকে বামফ্রন্ট সরকারের নজর নেই কেন, তা বোঝা দুষ্কর। আশপাশে কোন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। তাই সকলের প্রয়োজনেই এই জুনিয়ার হাইটিকে মাধ্যমিক করার জন্য প্রধান শিক্ষক অনুরোধ জানান।

চক্ষু অপারেশন শিবিরের দিন পরিবর্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ দি ষ্টেট হেলথ্ এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশন এণ্ড ইউনিয়নস যে চক্ষু ছানি অপারেশন শিবিরের ঘোষণা করেছিলেন, তার দিন ও স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এ্যাসোসিয়েশন জানান ঐ তারিখ পরিবর্তন করে ৭ মার্চ মঙ্গলবার শিবির হবে। গত ১৫ জানুয়ারী যাঁদের পরীক্ষা করে অনুমোদন দেওয়া হয় তাঁরা যেন উক্ত দিবস সন্ন্যাসীডাঙ্গা গার্লস স্কুলে সকালে হাজির হন।

সি পি এমের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ধুলিয়ান ঃ গত ৮ ফেব্রুয়ারী সি পি এমের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিজেপি এক বিক্ষোভ সভা করেন। সভায় বিজেপি নেতা ষষ্ঠী ঘোষ বলেন স্থানীয় সিপিএম পুরপতি, অন্য দলের কমিশনার ও বিজেপির বিরুদ্ধে নানা বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সিপিএম নেতারাই দুষ্কৃতিকারী, বাংলাদেশে চোরাচালানকারী প্রভৃতিকে মদত দিচ্ছেন। সিপিএমের পুরকমিশনরা তাঁদের এলাকায় মিথ্যা কাজ দেখিয়ে বিল করে পুরসভার কাছ থেকে অর্থ আদায় করছেন। এভাবে নানা দুর্নীতিতে সিপিএম নেতারা ও পুর কমিশনাররা যোগসাজশ রেখে নিজেদের অর্থপুষ্টি করছেন। ধুলিয়ানের সচেতন নাগরিকদের শ্রীঘোষ সিপিএমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দেন।

নিখোঁজের মৃতদেহ পুকুরে, সন্দেহ হত্যা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৯ ফেব্রুয়ারী এই থানার চরকা গ্রামের সাজাহান সেখ নামাজ পড়তে বাড়ী থেকে বের হয়ে যাবার পর আর ফিরে আসেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর পাত্তা মেলে না। পরে গত ১২ ফেব্রুয়ারী চরকা ইঁট ভাটার পুকুরে গুগলী তুলতে গিয়ে কয়েকজন মেয়ে তাঁর ইঁট বাঁধা মৃতদেহ জলের ভিতর দেখতে পায়। মৃতদেহ উদ্ধার করা হলে তাঁর শরীরে কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। লিঙ্গটিও ছিন্ন ছিল বলে খবর। পুলিশ ঘটনাটিকে নারীঘটিত মনে করলেও গ্রামবাসীরা তা মনে করেন না। তাঁরা বলেন সাজাহান একজন সৎ ও ভাল লোক ছিলেন। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পাইপগান ও কার্তুজ রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী সুতী থানার ইংলিশবাজারে মজিবুল সেখ নামে জনৈক ব্যক্তিকে পাইপগান ও কার্তুজ রাখার অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বাজারে চাল আমদানি অনেক কম (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপক চাল আমদানী বন্ধ করে দেওয়ায় বাজার খরাগ্রস্ত। চালের দর কমতে কমতে থেমে গিয়েছে। নতুন ধান উঠলেও চালের দাম ৭/৮ টাকা কেজিতে থমকে রয়েছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে পুলিশ ও পাইকারী চাল ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা টাগ অব ওয়ার চলছে। যার ফলে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই এ উলুখাগড়া জনগণের প্রাণ যাই যাই অবস্থা। পুলিশ যে খুব একটা অন্যায় করছে তা বলা যায় না। তবে বাড়াবাড়ি একটু হচ্ছেই। যার ফলে জনভীতি দেখা দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় তাঁরা বাধ্য হয়েই ছোট লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসাদারদের ধরছেন। কেন না অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ছোট ব্যবসায়ীরা জেরক্স কপি নিয়ে চাল আনানেওয়া করছেন। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য অরিজিনাল লাইসেন্স পাছে হারিয়ে যায় তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে খবর পাওয়া যাচ্ছে একটি ১০ কুইন্টাল লাইসেন্সের জেরক্স কপি ২/৩টি করিয়ে ২/৩ জনকে দিয়ে ২০/২৫ কুইন্টাল চাল কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সহজেই অনুমান করা যায় যে বাকী যে চাল কৌশলে কেনা হচ্ছে তার গন্তব্য স্থল নিশ্চয়ই চোরাপথে বাংলাদেশ। সেইজন্য সত্য মিথ্যা যাচাই করে প্রয়োজনে লাইসেন্সধারী হলেও তাঁর চাল পুলিশ আটক করছে। আরও দেখা যায় এক একটি হাটে বা বাজারে লোকসংখ্যা অনুযায়ী হিসাব করলে দেখা যাবে দৈনিক ৩০/৩৫ কুইন্টাল চাল যে অঞ্চলে প্রয়োজন সেখানে প্রতিদিন হয় তো বৈধ লাইসেন্সের জোরে ২/৩ ট্রাক চাল চলে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে এই বাড়তি চাল কি প্রয়োজনে আনা হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। জঙ্গিপুর, সম্মতিনগর, তেঘরীর কিছু বড় ব্যবসায়ী এই ধরনের কারবার করছেন। তাই সেখানে চাল আটক করলেও পরে আইনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা সহজেই পুলিশের ঐ বেড়া ভেঙ্গে ফেলছেন। পুলিশের বাড়াবাড়ির অভিযোগ সত্য হলেও এই প্রতিবেদকের ধারনা এবং সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীদের অভিমত পুলিশ ধরাধরি করায় চোরা ঘাটে চাল কম যাচ্ছে এবং যার ফলে বাজার থমকে রয়েছে। নইলে ব্যাপক চাল বাংলাদেশে পাচার হয়ে যেত। ফলশ্রুতি বাজার অগ্নিমুখী হয়ে চালের দর ১০/১২ টাকায় উঠে যেতো। আরো জানা যায় চালের চোরা চালান বন্ধের প্রয়োজনে চাল ক্রয়ের ও বহনের উপর কড়াকড়ি করা হচ্ছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর চাল ক্রয় ও বহনের ক্ষমতা দিয়ে পুর প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বিশেষ পরিচয় পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। দরখাস্তের সঙ্গে তিন কপি ছবি দিয়ে এই অনুমতি পত্র প্রার্থনা করা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে ছবিসমেত বৈধ অনুমতি পত্র দেওয়া হবে। এবং চাল ক্রয় ও বহনের সময় ওই অনুমতি পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।

বাগানসহ পাকা বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় রাস্তার ধারে একটি দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। বাড়ীটি প্রয়াত ডাঃ অটলবিহারী পালের।

অনুসন্ধান করুন—শম্ভুনাথ দাস, রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের পুরাতন মরাকাটা ঘরের অতি নিকটেই একটি জায়গা (তিন দিকে রাস্তা) বিক্রী হচ্ছে—

যোগাযোগ করুন—শ্রীসনৎ ব্যানার্জী, অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
(সি পি এম অফিসের সামনে)
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

আভিজাত্যে পূর্ণ কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান

কার্ডস্ কেয়ার, রঘুনাথগঞ্জ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহকুমা রেশনে কেরোসিন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিলার লালচাঁদ জৈন মারা যাওয়ার পর এখনও সেখানে ডিলার নিযুক্ত না হওয়ায় তাঁর কোটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে বেলডাঙ্গার সঙ্গে। সেখান থেকে মহকুমায় মাল আনা নেওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। ফলে অনেক সময় ওই কোটার মাল যোগান দিতে গিয়ে অন্যান্যের কোটায় টান দিতে হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রায় সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও টান পড়ে যাচ্ছে। সাগরদীঘিতে কোটা ১৫৬ কিলোলিটার কমিয়ে ১৪৪ কিলোলিটার দেওয়া হচ্ছিল। গত সপ্তাহ থেকে তাতে টান দিয়ে মাত্র ৮৪ কিলোলিটার দেওয়া সম্ভব হয়েছে। জঙ্গিপুর পারে রমজান মাসের কথা চিন্তা করে মাথাপিছু ১০০ মিলি করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রমজান পার হয়ে গেলে তাও কমাতে হবে। পুর শহরগুলিতে এখনও কিছুটা বেশী দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দেওয়া সম্ভব হবে না যদি না সরকারী সরবরাহ কোটা বৃদ্ধি পায়। সরবরাহ বিভাগ জানান তাঁরা লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে কেরোসিনের সরবরাহ কোটা বাড়ানো হয় তার জন্য লেখালেখি করছেন। কিন্তু দুটি কেরোসিন কোম্পানী ভারত পেট্রোলিয়াম বা ইণ্ডিয়ান ওয়েল কেউই তাঁদের কোটা এই জেলার জন্য বাড়াতে রাজী হচ্ছেন না। ফলে মান্ধাতা আমলের কোটার উপর নির্ভর করে চলতে হওয়ায় সরবরাহ বিভাগও কেরোসিন বণ্টনে হিমসিম খাচ্ছেন।

অসফল প্রেমিক আত্মঘাতী (১ম পৃষ্ঠার পর)

আত্মঘাতী তরুণ তাপস তাঁর মেয়ে কুহেলীকে ভালবাসত একতরফা এবং সে কুহেলীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কুহেলীর দাদা রাজু তাপসের গোপালনগর হাইস্কুলের সহপাঠী এবং বন্ধু ছিল। সে সূত্রেই কুহেলীদের বাড়িতে তাপসের যাতায়াত ছিল। কুহেলী তাপসকে পছন্দ করত না বলে জানায় এবং বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। চরম আঘাত সহ্য করতে না পেরে তাপস গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তাপসের বিবাহিতা তিন দিদি, জ্যাঠতুতো দাদা গোপাল এবং পাড়ার কয়েকজন বদলা নিতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুহেলীর দাদা রাজুকে মারধর করে। তার কিছু আগে কুহেলী তার মাকে নিয়ে বাবার খোঁজে উমরপুরযায় এবং ফেরার পথে সকাল দশটা নাগাদ মিঞাপুর রেল গেটের কাছে নিগৃহীত হন। নিগ্রহকারীরা তাঁদের চড়, থাপ্পড়, ঘুঁষি মারে, থু থু ছেটায়, কাপড় ধরে টানাটানি করে এবং পরে গোপালনগরে 'গণ আদালতে' মা এবং মেয়ের চুল কেটে নেওয়া হয়। নিগ্রহকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম মিয়াপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যা আশা সিংহ। সন্ধ্যা পাত্রের অভিযোগ, তিনিই চুল কাটার হুকুম দেন।

গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

পোঃ+গ্রাম—মনিগ্রাম, থানা—সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

মনিগ্রাম শাখা

এতদ্দ্বারা আমাদের শাখার স্বল্প সঞ্চয় যোজনাভুক্ত সমস্ত আমানতকারীদের এই মর্ম্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে যে, উক্ত শাখার স্বল্প সঞ্চয় যোজনাভুক্ত ১নং প্রতিনিধি সৈকত মণ্ডল প্রতিনিধির পদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায়, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হইতে সৈকত মণ্ডল মহাশয়ের ডাকঘর রঘুনাথগঞ্জ, থানা রঘুনাথগঞ্জ নিকট স্বল্প সঞ্চয় বাবদ কোনরূপ টাকা পয়সা জমা বা লেনদেন করিতে আমানতকারীদের নিষেধ করা হইতেছে। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কেহ সৈকত মণ্ডল মহাশয়ের নিকট টাকা পয়সা জমা বা লেনদেন করিলে তাহার জন্য এই ব্যাঙ্ক বা শাখা কর্তৃপক্ষ কোনরূপ দায়ী হইবে না। আমানতকারীদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে নিজ নিজ স্বল্প সঞ্চয় যোজনার পাশবই লইয়া শাখার রেকর্ড অনুযায়ী জমাকৃত রাশির সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

কবিরুল ইসলাম
শাখা প্রবন্ধক